সংবাদ

30 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিজিটালাইজেশনের আওতায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

রাকিব উদ্দিন

পুরো ডিজিটালাইজেশনের আওতায় এখন ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। ভেঙে গেছে দুর্নীতির সিন্ডিকেট। ডুপ্লিকেট সনদ পেতে এখন হয়রানির শিকার হতে হয় না। নেই দালালদের তৎপরতাও। রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতি বন্ধে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো চালু করা হয়েছে 'ইউনিক রেজিস্ট্রেশন' পদ্ধতি। এই পদ্ধতি চালু করায় একজন শিক্ষার্থীর জেএসসি থেকে এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকবে। এছাড়া ২০১১ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার ফরম পূরণের কার্যক্রম অনলাইনে করা হচ্ছে। ভুয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথকভাবে চালু করা হয়েছে 'এডুকেশন ইনস্টিটিউট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর' (ইআইআইএন)। এ নম্বরের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানসহ সব যোগাযোগের জন্য 'ই-মেইল' ঠিকানা তৈরি করে দেয়া হয়েছে। ফলে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সেবাগ্রহীতারা তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সেবা পাচ্ছে। বোর্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটও এখন প্রতিদিন হালনাগাদ হচ্ছে। এছাড়া বোর্ডের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম তদারকির জন্য বিভিন্ন কক্ষে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। এই ক্যামেরার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাবতীয় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন নিজে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন 'সংবাদ'কে বলেছেন, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বোর্ড চত্বর থেকে বহিরাগত দালালদের তাড়িয়েছি। বোর্ডের সবকিছু এখন ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। সেবা প্রদানে যার বিরুদ্ধেই কোন গাফিলতির প্রমাণ মিলছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দুর্নীতি, অনিয়ম ও সেবা প্রদানে গাফিলতির বিরুদ্ধে সবাইকেই সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

কলেজের ভর্তি বাণিজ্য বন্ধ : একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য অনলাইনে র‌্যাংকিং করা হয়। এর ফলে ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। ২০১১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সারাদেশের মোট ৩১টিসহ ঢাকা বোর্ডের ১৯টি প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১২ সালে যেসব প্রতিষ্ঠানে ৩০০ এর বেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আসন আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক তথ্য বিশেষ করে উপস্থিত, অনুপস্থিত, বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক উপস্থিতি অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রমও অনলাইনে পাওয়া যায়।

শিক্ষক ডাটা ব্যাংক (টিআইএফ) : ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের সর্বশেষ ডাটাবেজ অনলাইনে করা হয়েছে। ফলে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সেটার, মডারেটর ও পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন বর্তমানে এসএমএসের (ক্ষুদে বার্তা) মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে কম সময়ে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা যায় এবং আবেদনকারীর বোর্ডে আসার প্রয়োজন হয় না। পুনঃনিরীক্ষণের ফল একাদশ শ্রেণীতে এবং উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তির আগেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে বোর্ডের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমও অনলাইনে করা হচ্ছে। বোর্ডের বিভিন্ন সার্কুলার, অফিস আদেশ, ফল প্রকাশ ও বিভিন্ন ধরনের ফরম ডাউনলোডসহ বিভিন্ন সেবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।